কবি-কথাসাহিত্যিক তাপস রায়

(KOVI-KATHASAHITYIK TAPAS ROY)

SYNOPSIS

SUBMITTED TO THE

UNIVERSITY DEPARTMENT OF BENGALI

BINOD BIHARI MAHTO KOYALANCHAL UNIVERSITY

DHANBAD, JHARKHAND

FOR THE AWARD OF

DOCTOR OF PHILOSOPHY

IN

BENGALI

: RESEARCH SCHOLAR :

MD AFRUK SK

Vill +P. O - Miangram, P. S – Shaktipur

District- Murshidabad, West Bengal, Pin - 742404

: SUPERVISOR :

Dr. JAYGOPAL MANDAL

ASSTT. PROFESSOR, DEPARTMENT OF BENGALI

B.B.M.K. UNIVERSITY, DHANBAD, JHARKHAND

গবেষণার বিষয় (Objective of Research) :

কবি-কথাসাহিত্যিক তাপস রায়
(KOVI-KATHASAHITYIK TAPAS ROY)

গবেষকের নাম (Name of the Research Scholar) : **MD AFRUK SK**

Signature of the Supervisor

Signature of the Research Scholar

Forwarding note the DRC:

মুখবন্ধ (PREFACE)

১০ আগস্ট, ১৯৬৩ উত্তর চব্বিশ পরগণার হাবরায় জন্মগ্রহণ করেন বাংলা সাহিত্যের ব্যতিক্রমী সারস্বত-শিল্পী তাপস রায়। ইতিহাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাশ করার পর ১৯৮৮-তে গবেষণা শুরু করেন। ইতিপূর্বে সেই স্কুল-জীবনে যে কবিতাঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন, সেই কবিতা-সাধনায় মগ্ন থেকেছেন বহুদিন হয়ে গেছে। কিন্তু ছাত্র-জীবনে খুব কম কবির কবিতা-গ্রন্থ প্রচারের মুখ দেখে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার গণ্ডি থেকে প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৯৪-এ 'বনবিবির বসতি', প্রকাশক কবিতা ক্যাম্পাস, সম্পাদক অলোক বিশ্বাস। আসলে বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণের জন্য সহৃদয় হাত প্রসারিত থাকে লিটিল ম্যাগাজিনের। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। তারপর ১৯৯৬-এ দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ : 'হে পুরাণনপ্রথা ও প্রাচীর', প্রকাশক সেই কবিতা ক্যাম্পাস । কিন্তু ইতিহাসের গবেষক তুখন পরিস্ফুট হয়ে উঠছেন। আচমকা গবেষণালব্ধ উপন্যাস 'পোড়ামাটির দেউল' ২০১৫ সালে 'দেশ' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর কথাসাহিত্যের ধারায় এই নতুন স্রষ্টা সাড়া জাগিয়ে দেয় - গদ্যসাহিত্যের এই বিস্ময় সৃষ্টি ২০১৬ সালে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থরূপ লাভ করে। আবার ২০১৮ সালে একই ঘরানার লেখা 'মানদাসুন্দরীর কাঁথা' উপন্যাসটি ঐ একই প্রকাশনা থেকেই প্রকাশিত হয়। কবিতার পাশাপাশি কথাসাহিত্যের তাঁর উত্থান ঈর্ষণীয়। তাঁর সৃষ্টির প্রশংসা করে কলম ধরছেন অমর মিত্র, সিজার বাগচী, কবি বিভাস রায়চৌধুরী প্রমুখ। গদ্যসাহিত্যের এই সাবলীল চলাফেরায় প্রাকাশিত হয় সতেরোটি (১৪টি গ্রন্থাকারে এবং ৩টি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত পত্রিকার পাতায়, এখনো বন্দী) উপন্যাস, বারোটি কাব্যগ্রন্থ, তিনটি গল্পগ্রন্থ, একটি গদ্যগ্রন্থ। বিষয়, চিন্তায়, ভাবে ও ভাষায় এই বিস্ময় স্রষ্টার সৃষ্টি পাঠককে আলোড়িত করে। কবিতা ও কথাসাহিত্যের ছাত্র হিসাবে আমিও আপ্লুত । এই ভাঙাগড়ার অন্ধকার জগতে একটু আলোর সন্ধানে তাঁর উপন্যাস-গল্প -গদ্য -কবিতায় আত্মমগ্ন হয়ে নতুন ভাবনার, নতুন পথের দিশা পেতে এই গবেষণা।

গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Summary of Research Work)

1) ভূমিকা (Introduction) :

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কলমে প্রকৃতপক্ষে বাংলা আধুনিক উপন্যাস-ধারার প্রতিষ্ঠা ঘটে। তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী'কে (১৮৬৫) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস বলা হয়। সমালোচকদের মতে ইতিপূর্বে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৪) এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬১)- দুটি রচনার মধ্যে প্রথম উপন্যাস রচনার সূচনা হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধারার যে আধুনিকতা এনেছেন বিষয়ে ও উপস্থাপনায় তা বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যময় সম্পদ। কেবল ঘটনাক্রম নয়, চরিত্রের অন্তরের অবচেতন থেকে উঠে এসেছে দ্বন্দময় জীবনগাথা। রবীন্দ্র পরবর্তীতে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিক এই ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বহু কথাসাহিত্যিক সেই ধারার যেমন উত্তরসূরী, আবার নিজস্ব ঘরনাও সৃষ্টি করেছেন। বিশ শতকের আশির দশকের শেষের দিকে যিনি কবিতার অন্যতর শিল্পচেতনা নিয়ে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন - সেই তাপস রায় একেবারে সমকালের প্রবহমান চর্চা থেকে একটু সরে এসে আত্মমগ্নতায় লৌকিক সংস্কৃতি, ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে প্রায় পনেরো-ষোলোটি উপন্যাস লিখলেন। এদিক থেকে এই শুরুটা করেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এই যে স্বতন্ত্র পথের পথিক একবিংশ শতকে নতুনতর ধারা সৃষ্টি করে কথাসাহিত্যের যাত্রাপথে চলেছেন, তাঁর সারস্বত সাধনা আমার অন্বিষ্ট।

2) সাহিত্যের পর্যালোচনা (Review of Literature) :

বাংলা কথাসাহিত্যে তাপস রায় নব্বই দশকের শেষ থেকে যুক্ত হয়েছেন। তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে সেভাবে কোনো এ্যাকাডেমিক গবেষণা হয়নি। 'SodhGanga'-য় কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু যেকোনো সাহিত্যিকের কোনো সারস্বত গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয় তখন সাহিত্যের স্রষ্টা অথবা প্রাবন্ধিক সেই নতুন রচনার মূল্যায়ণে আত্মনিযুক্ত হন। এক্ষেত্রেও ব্যাতিক্রম ঘটেনি। তাপস রায়ের কবিতা-উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন অনেকেই, তার কিছু তথ্য নিম্নে উল্লেখ করলাম —

(i) আজকাল ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭, ফুলগুলি ভুলগুলি, ব্রত চক্রবর্তী

(ii) গণশক্তি, ৩ ডিসেম্বর ২০০৬, ধ্বস্ত প্রহরের কাব্যকথা- অলক ভৌমিক

(iii) এপ্রিল-জুন ২০০৭ বইয়ের দেশ-এ কবি বিভাস রায়চৌধুরী 'ব্যবহারিক রূপবিজ্ঞান তত্ত্ব' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করেছেন 'কখনো মৃত্যু দুকূল ছাপানো জল' শীর্ষক প্রবন্ধে।

(iv) একদিন ২৯ আগস্ট ২০০৯, কবিতার অন্তরে কবির বসবাস, রাজেশ গড়

(v) গবেষক সুজাতা রায় লিখেছেন 'অতি সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস' শিরোনামে, প্রসঙ্গ – 'পোড়ামাটির দেউল' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, সম্পাদক – অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, মাঘ-চৈত্র ১৪২২),

(vi) কথাসাহিত্যিক সিজার বাগচী, লিখেছেন বইয়ের দেশ-এ, এপ্রিল-জুন ২০১৯ (দুই নারীকেন্দ্রিক উপন্যাস),

(vii) অমর মিত্র 'রায়গুণাকর' উপন্যাসের সমালোচনা লিখেছেন বইঘর-এ (দৈনিক যুগশঙ্খে, ০৭ জুলাই, ২০২৪),

(viii) উৎসব পত্রিকায় (১ জুন ২০২৪) 'গরানহাটির কীর্তনীয়া' সম্পর্কে লিখেছেন সুদেষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়।

3) **সমস্যা অনুসন্ধান (Problem to be investigated)** : সমসাময়িক রাজনৈতিক নৈরাজ্য ও সামাজিক ভাঙনে বাঙালি সমাজ যখন অবিন্যস্ত, তখন তাপস রায়ের উপন্যাসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং দূরদর্শিতা সমস্যা সমাধানের নতুন পথ হতে পারে।

4) গবেষণার বিষয় (Objective of Research) :

কবি-কথাসাহিত্যিক তাপস রায় (KOVI-KATHASAHITYIK TAPAS ROY)

5) অনুমান (Hypothesis) : বর্তমান আধুনিক বিশ্বে মানুষ যখন কবির কথায় "সকল লোকের মাঝে বসে /আমার নিজের মুদ্রাদোষে /আমি একা হতেছি আলাদা?" (বোধ/জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা / ভারবি সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, / পৃষ্ঠা - ২০) –তখন রাজনৈতিক অবনমন, সমাজ ও পরিবার ভাঙনের অবিশ্বাস্য করুণ পরিণাম—আজও অটুট কিংবা আরো ভাঙছে, যে অবিশ্বাস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে ইউরোপ থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল এদেশে – আজও তার মেরামত করা যায়নি। এই সংকটময় যুগে 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ'-ই শ্রেয়। আলোচ্য লেখকের উপন্যাস

হয়তো সেই পথের দিশারী, ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেছেন অতীতের ভ্রান্তি, যেখানেই নিহিত সম্পর্কের সুতো ছেঁড়ার আখ্যান, তাঁর উপন্যাস-পাঠে এক নবতর উপলব্ধি ঘটবে, সেই বোধের আলোয় সভ্যতার সংকট-মুক্তির এক প্রত্যয় ধ্বনিত হবে মনে হয়।

6) গবেষণার প্রকরণ ও পদ্ধতি (Research Methodology)

'Research Methodology : Analytical and Descriptive Method'

7) গবেষণা পরিকল্পনা (Research Design) :

i) DATA collection

ii) DATA processing

iii) DATA anlysis

iv) DATA explanation

v) DATA evaluation

vi) Conclusion

8) গবেষণা সরঞ্জাম (Research Tools) :

1) Data Collection from supervisor (as study materials)

2) Collection from Library

3) Purchased Books

4) Interview with Poet or Contemporary Poets

5) Use of Internet through Computer / smart phone, MS Word

6) Plagiarism checking from Drillbit software (Through the supervisor/University)

9) তাৎপর্য (Significance) : কবি-কথাসাহিত্যিক তাপস রায়ও কেবল ঘটনাক্রম উপস্থাপনের জন্য কথাশিল্প সৃষ্টিতে মগ্ন হননি ; ইতিহাস, সংস্কৃতির পরম্পরা আর জীবন ও সাহিত্যের বিস্তৃত অতীত থেকে উপলব্ধি ও চেতনার স্তরে পুঞ্জীভূত যে আলো সঞ্চারিত — তা থেকেই সৃষ্টি করে চলেছেন স্বতন্ত্র ঘরানার উপন্যাস, যা বাংলা সাহিত্যে নবতর ধারার সংযোজন মনে হয়। যে অতীত ইতিহাস ভবিষ্যতের আলো, যে লোকসংস্কৃতি

জীবনের বহমানতা, যে সাহিত্য ও সাহিত্যিক জীবনের পথপ্রদর্শক — সেই ইতিহাসের-সংস্কৃতির ও সাহিত্যের আলোকিত পথে উপন্যাস সৃজনের যে অভাবনীয় প্রয়াস, বিশেষত ব র্ত মানের রাজনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কটে তা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক সম্পদ এবং জীবনের চলার পথে পাথেয় হয়ে উঠবে।

10) ভবিষ্যত সম্ভাবনা (limitations and future work) : প্রস্তাবিত গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থ-প্রাপ্তির সীমা নির্ধারিত,পর্যাপ্ত আলোচনা – সমালোচনা সুলভ নয়। ভবিষ্যতে তাপস রায়ের কবিতা, গল্প, উপন্যাস যে ধারার স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধান করা সম্ভব হবে, তা আগামীকালের যে সমস্ত ঐতিহাসিক সংকট ও প্রশ্ন সৃষ্টি করবে – সেটাই অন্যতর গবেষণার অভিমুখ তৈরি করবে।

11) প্রস্তাবিত অধ্যায় সমূহ : (Tentative chapters)

ভূমিকা (Introduction)
প্রথম অধ্যায় (1st Chapter) **কথাসাহিত্যিকের জীবন ও রিয়ালিটির মোড়কে কবিতা-যাপন**
দ্বিতীয় অধ্যায় (2nd Chapter) **ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোকে উপন্যাসের গড়ন**
তৃতীয় অধ্যায় (3rd Chapter) **জীবন ও সাহিত্যের আলোকে উপন্যাস সৃষ্টির অভাবনীয় প্রয়াস**
চতুর্থ অধ্যায় (4th Chapter) **অন্য ধারার গল্প সৃজনে গল্পকার**
পঞ্চম অধ্যায় (5th Chapter) **গদ্যকার ও সম্পাদক**
উপসংহার (Conclusion) Significant of the Subject
তথ্যসূত্র (Reference)

12) গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)
ক) আকর গ্রন্থ (Primary Sources)
খ) সহায়ক গ্রন্থ (Secondary Sources)
গ) পত্রপত্রিকা (Journal)

<u>সূচিপত্র (Content)</u>

গবেষণার বিষয় (Objective of Research) :
কবি-কথাসাহিত্যিক তাপস রায়
(KOVI-KATHASAHITYIK TAPAS ROY)

ভূমিকা / ১

প্রথম অধ্যায় : কথাসাহিত্যিকের জীবন ও ম্যাজিক রিয়ালিটির মোড়কে কবিতা-যাপন/৪

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোকে উপন্যাসের গড়ন / ৭

তৃতীয় অধ্যায় : জীবন ও সাহিত্যের আলোকে উপন্যাস সৃষ্টির অভাবনীয় প্রয়াস / ৯

চতুর্থ অধ্যায় : অন্য ধারার গল্প সৃজনে গল্পকার / ১২

পঞ্চম অধ্যায় : গদ্যকার ও সম্পাদক / ১৫

উপসংহার / ১৭

গ্রন্থপঞ্জী / ১৯

ভূমিকা (Introduction)

"বাংলা উপন্যাসের যে-সৌধ আজ উঠেছে, সেখানে বঙ্কিম ভিত্তিস্থাপক হলেও রবীন্দ্রনাথই প্রধান স্থপতি, আর-যেহেতু তিনি 'ঘরে-বাইরে' লিখেছেন, 'শেষের কবিতা' লিখেছেন পরবর্তীরও যাত্রা স্থল;— এঁর পর যাঁরা বাড়াবেন, বদলাবেন, নতুন-নতুন মহল বানাবেন, তেতলার উপর চারতলা-পাঁচতলা তুলবেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠ না-নিলে তাঁদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে না। রুচির গুরু তিনি, রূপায়ণের, ভাষাশিল্পের; যেখানে তিনি নিজের জমিতে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে তিনি অবশ্যমান্য, আর যেখানে তাঁর ভুল হয়েছিলো সেখানেও উত্তরকালের শিক্ষার ক্ষেত্র প'ড়ে আছে।"[১]

—কবি-প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর উদ্ধৃত উক্তি থেকে সুস্পষ্ট যে রবীন্দ্রোত্তর পর্ব তথা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্ব থেকে স্বাধীনতা পূর্ব পর্যন্ত যাঁরা বাড়ালেন, বদলালেন — সে যেন চারতলা এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে হয়তোবা পাঁচতলা- ছ-তলার সমান। এই পর্বে আমরা বহু লেখককে পাই— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী সহ বহু লেখক। তারপর চল্লিশ – পঞ্চাশ – ষাট – সত্তর দশকের লেখকগণ কেউ-বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাবিত, কেউ-বা বিভূতিভূষণ, কেউ কেউ স্বতন্ত্র পথে রচনা করেছেন গল্প–উপন্যাস। আশির দশক থেকে বাংলা কবিতায় যেমন অন্য কবিতা রচনার প্রবণতা পরিলক্ষিত, তেমনি কথাসাহিত্যেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে।

রবীন্দ্রোত্তর কালে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় যে সুর বয়ে এনেছেন বাংলা উপন্যাস সৃষ্টিতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিতে এবং স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে সে সুর যেন সমুদ্র প্রবাহের মতো অববাহিকা তৈরি করেছে। সেখানে অন্ত্যজ শ্রেণী এবং জীবন যুদ্ধের ক্রমবিবর্তনে ভাষা–শব্দ-আখ্যানে নতুন স্রোত গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি মন্বন্তরের ভয়াবহতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কবিতার পাশাপাশি কথাশিল্পেও প্রতিফলিত। স্বাধীনতা পরবর্তীতে দেশভাগের ক্ষত-বিক্ষত সমাজজীবন, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিভাজনের রাজনীতি এবং তার সুদূরপ্রসারী রূপকেও কথাকারেরা সাহিত্যে চিত্রিত করেছেন। পাঁচের দশকের কবি-ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'সেই সময়'(১৯৯৭) 'প্রথম আলো'(২০০০) ও 'পূর্ব-পশ্চিম' (২০০০) রচনার মধ্যে দিয়ে কথাসাহিত্যে আবার একটি স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করলেন। তিনি এক নতুন পথে দেখালেন— যে-কোনো সমাজের জীবনযাপনে ঐতিহ্য ও ইতিহাসের দিকে পিছু ফিরে দেখা দরকার। যে সময় উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

নিয়েছে ‘সময়’। ইতিহাস তার ঐতিহাসিক গুরুত্বে চিত্রিত এই ট্রিলজিতে— শুরুটা ১৮৪০ থেকে আর সমাপ্তি বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের কিছু পর থেকে দুই বাংলার মানুষের গল্প।

সত্তরের দশকে উগ্র বামপন্থী (নকশাল) আন্দোলন-এর যে অভিমুখ গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার প্রবণতার সূচনা হয়েছিল — উপন্যাসেও তার আত্যন্তিক প্রভাব দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই লেখকদের রচনায় গ্রাম ও মফস্বলের জীবনের বিচিত্র রূপগাথা পল্লবিত। পাশাপাশি নগরজীবন, নর-নারীর সম্পর্ক, রাজনৈতিক আবহও তাঁদের লেখায় অনুভব করা যায়। এই শতকের শেষ দুই দশকে প্রধানত গ্রাম-নগর মিশ্রিত জটিল জীবনের কথকতা – যৌন সমীক্ষা, বাউল মনস্তত্ত্ব, মাওবাদী রাজনীতির উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নিজ নিজ ধর্ম তথা সমাজের অন্দরমহল কথাসাহিত্যের অন্তরের বিষয় হয়ে উঠল। বিশেষত আফসার আহমেদ ও সোহারাব হোসেনের ভূমিকা এক্ষেত্রে বিস্ময়কর ও সাহসী। একই কালবৃত্তে অন্য যুগ সৃষ্টির প্রবণতা নিয়ে তথা হাঙরি আন্দোলন, শ্রুতি আন্দোলন, নিমসাহিত্য আন্দোলনের বাইরে সম্পূর্ণ অন্য ধারা সৃজনের স্বপ্ন নিয়ে কবিতাযাপনে আসলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবি তাপস রায়। কথাসাহিত্যক অমর মিত্র বলেছেন, “তাপস রায়ের কবি পরিচিতি যতটা, কথাসাহিত্যিক হিসাবে তত নয়। তিনি সকলের অজ্ঞাতেই যেন উপন্যাস রচনা করে চলেছেন। এবং সেই উপন্যাসে রয়েছে বাংলার অতীতকে চিনে নেওয়ার এক দুর্দম প্রয়াস।”[২]

বলাবাহুল্য যে অতীতের ভিত্তিতে সমাজ-সভ্যতার স্থপতি গড়ে ওঠে, ত্রুটি সংশোধনের পথ প্রদর্শিত হয়— কথাসাহিত্যিক তাপস রায়ের কবিতা যেমন সমকালের প্রতিবিম্ব; আবার উপন্যাসগুলি কালের ও ইতিহাসের গর্ভ থেকে উৎসারিত আলো —এই সংকটাপন্ন আধুনিক জীবনে হৃত গৌরব ফিরে পাওয়ার নতুন জীবনদর্শন, নতুন প্রত্যয়লিপি। এদিক থেকে কথাসাহিত্যিক তাপস রায় যেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী, অবশ্য নিজস্বতা পুরোপুরি, উপস্থাপনা ও দর্শনে পৃথক মননশীলতার প্রকাশ : তাঁর উপন্যাসের বীজ আরও অতীতের— ষোড়শ শতকের নিত্যানন্দের জীবনের শেষ থেকে, পুত্র বীরভদ্রের জীবন ও বৈষ্ণব সমাজের ক্রমবিবর্তন এবং বিশ শতকের প্রেক্ষায় অবক্ষয় পর্যন্ত বিস্তৃত (সহজ গোঁসাই, মাধবীমালতী কুঞ্জ ও গরানহাটির কীর্তনীয়া)। ইতিহাস, লোক-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সাহিত্যিক-জীবন এবং জীবন অভিজ্ঞতা তাঁর সৃষ্টির মুকুল (পোড়ামাটির দেউল, মানদাসুন্দরীর কাঁথা, শুধু পটে লেখা, ব্যটলশিপ, হেভেন হোকাস-পোকাস, বন্দেমাতরম, রায়গুণাকর, শ্রীমতী, কালাচাঁদ শেঠ এণ্ড কোং) ।

সমাজ-সচেতনতা, কাল-সচেতনতা এবং রাজনীতির উত্তাল পরিস্থিতি; রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনকে তিনি লেখনীতে স্থান দিয়েছেন। পৃথিবীব্যাপী হিংস্রতা এবং একনায়কতন্ত্রের ছায়া দেখে তিনি উদ্বিগ্ন। নগ্ন বাস্তবতাবাদের রূপটি তিনি বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় নিদারুণভাবে তুলে ধরেছেন। ইতিহাসবিদদের মহামন্ত্র — আজকের অতীত একদিন ভবিষ্যত ছিল। এই সময়ে দাঁড়িয়ে অতীতের জগৎকে নতুন রূপে সাজিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের এই সারস্বত-সাধক।

বর্তমান আধুনিক বিশ্বে মানুষ যখন কবির কথায়— "সকল লোকের মাঝে বসে /আমার নিজের মুদ্রাদোষে /আমি একা হতেছি আলাদা?"[৩] —তখন রাজনৈতিক অবনমন, সমাজ ও পরিবার ভাঙনের অবিশ্বাস্য করুণ পরিণাম—আজও অটুট কিংবা আরো ভাঙছে, যে অবিশ্বাস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে ইউরোপ থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল এদেশে - আজও তার মেরামত করা যায়নি। এই সংকটময় যুগে 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ'ই শ্রেয়। আলোচ্য লেখকের উপন্যাস হয়তো সেই পথের দিশারী, ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেছেন অতীতের ভ্রান্তি, যেখানেই নিহিত সম্পর্কের সুতো ছেঁড়ার আখ্যান, তাঁর উপন্যাস-পাঠে এক নবতর উপলব্ধি ঘটবে, সেই বোধের আলোয় সভ্যতার সংকট-মুক্তির এক প্রত্যয় ধ্বনিত হবে মনে হয়।

এখনও পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত **কবিতার বই বারোটি, প্রবন্ধের বই একটি :** মিথ্যে মিথ্যে কবিতা (সুতরাং) ২০১৭। **গল্পের বই তিনটি এবং উপন্যাসের সংখ্যা আপাতত সতেরোটি**। কবি ও কথাসাহিত্যিক হিসেবে তিনি বেশ কয়েকটি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন—বীরেন্দ্র পুরস্কার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি সম্মান, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত স্মারক, সামসুল হক স্মৃতি পুরস্কার, বেদব্যাস পুরস্কার, বিনয় মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার, উত্তরণ সাহিত্য পুরস্কার, কবি নিত্যানন্দ পুরস্কার, সুতরাং, প্রথম আলো, সোহারাব হোসেন স্মারক সম্মান, মালাধর বসু স্মারক সম্মান।

তথ্য সূত্র :

১। বসু, বুদ্ধদেব — কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, প্রবন্ধ সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, অষ্টম সংস্করণ, জুন ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৪৮)

২। মিত্র, অমর — রায়গুণাকরের জীবনচরিত, বইঘর, দৈনিক যুগশঙ্খ, ২ জুলাই ২০২৩

৩। দাশ, জীবনানন্দ — বোধ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, পৃষ্ঠা - ২০)

প্রথম অধ্যায় :
কথাসাহিত্যিকের জীবন ও রিয়ালিটির মোড়কে কবিতা-যাপন

"উত্তর চব্বিশ পরগণার হাবড়া-বাণীপুরের কবি তাপস রায় চিন্তনের ক্ষেত্রে ঋজুতার পরিচয় রেখেছেন তাঁর কবিতায়। ১৯৯৩ সালের প্রাক-বসন্তে 'ক্রান্তিক' প্রকাশিত 'রাত্রিবাস' কাব্যগ্রন্থটি আমরা এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আলোচনা করতে পারি। তিনি লেখেন, 'জন্মচিহ্নহীন এই পড়ে আছি নুড়ি প্রাণ।' সহজ স্বীকারোক্তি, সৎ ও গ্লানিমাহীন। পুনরপি 'জন্মচিহ্নহীন এই পরবের ছলে জলজ, কোন অন্ধ অতলে/বহুকাল ডুবে আছি'- কার্যত সেই গ্লানিমাহীন স্বীকারোক্তির অনুযোজন। কবি দেখেছেন 'উৎসবে পুড়ে যায় ঘর-বাড়ি, প্রেম,' এবং 'পুরনো বটের মত পড়ে থাকে ভূমি।' এই সত্য তাঁকে দাঁড় করিয়ে দেয় এক কালপর্বে যেখানে বিস্তর ঝড়-জল, অনন্ত বজ্রপাত, কোলাহল পার হয়েও কোনো মন্ত্রধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় না।

সত্যিই কি শোনা যায় না মন্ত্রধ্বনি? জোটবদ্ধ নকশি কাঁথায় ভিখিরির মতো শব্দ খুঁটে খুঁটে নিজস্ব আত্মার কাছে যিনি ফিরে আসতে জানেন, মার্জনা চাওয়ার হিম্মৎ আছে যাঁর; যিনি শুনতে পান 'ইচ্ছা-জয় মানুষের দীর্ঘ কথামালা'-তাঁর কাছে ধ্যান শব্দটির অর্থ প্রত্যয় আর চিতার বিপরীতে জ্বলে ওঠার আগুন এবং স্তূপাকৃতি জল স্মৃতিকথার শব্দে সে প্রত্যয় ভুলিয়ে দিতে চাইলে তিনি খাড়া হয়ে ওঠেন সুতীব্র চেতনায়।”[১]

বাংলা ভাষায় আটের দশকের শেষে যাঁরা নতুন ধরনের কবিতার নির্মাণে কলম ধরেছেন তাপস রায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি দায়বদ্ধ এই কবি নিমেষেই পাঠকের চোখে শ্রদ্ধেয় এবং গ্রাহ্য হয়ে উঠেছেন নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে। যেখানে তাঁর মনন ও চিন্তন পাঠককে মননশীল করে তোলে। বর্তমানের সমাজ-বাস্তবতাকে পর্যবেক্ষণ করে তিনি লিখে চলেছেন কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও গল্প। বাড়তি প্রচারের তোয়াক্কা না করেই আত্মমগ্ন চেতনায় প্রচারবিমুখ এই কবি একের পর এক শাশ্বত সম্ভার সৃষ্টি করে চলেছেন।

আধুনিক কবিতার ষাট, সত্তর, আশির দশকের যে ধারা প্রকাশিত— নব্বইয়ের দশকে কবিতাচর্চায় যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়, তাপস রায় সেই স্রোতে মন ভাসিয়ে দেননি। ছাত্রজীবনেই কবিতায় হাতেখড়ি, স্কুল জীবনে ‘জ্যোতি’ পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশ। এই সময়ের কবিদের মধ্যে তাপস রায় ছাড়াও সুমন গুণ, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়,

মন্দাক্রান্তা সেন, অংশুমান কর, শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য।

একজন কবি যে দশকেই আবির্ভূত হন না কেন, তিনি কালপ্রবাহে প্রভাবিত হয়ে নতুনভাবে গড়ে উঠবেন এটাই স্বাভাবিক। পূর্ববর্তী ঘরানা থেকে সরে এসে তাপস রায় বর্তমান সময়ে হয়ে উঠেছেন সম্পূর্ণ আধুনিক— ভাষা নির্মাণের নবত্বে, ব্যঞ্জনার রহস্যময়তায়, ম্যাজিক রিয়ালিটির নিপুণ রূপকার— যে বাস্তবতা পাঠকের চোখে সহজদৃশ্য নয়; সেই কঠোর ও নির্মম বাস্তবতা তাঁর কবিতায় এক অদ্ভুত ম্যাজিকে উপস্থাপিত। সহজেই সে অর্থ পরিস্ফুট নয়, বুদ্ধি-বিবেক আর প্রত্যক্ষ চিত্ররূপের সন্ধান চিন্তার অনুশীলনে যিনি পাবেন সে-ই তাঁর পাঠক। তাঁর কবিতা ধ্রুপদী নির্মাণে দুরূহ হলেও বর্তমানের পাঠকের মনের গভীরে জাগিয়ে তোলে এক অন্যরকম স্বাদ। তাঁর ভাষাবয়নের দু' একটি উদাহরণ দেওয়া যাক – প্রথমত শিরোনাম দীর্ঘ, ব্যঞ্জনায়, মাধুর্যে শিরোনামগুলি যেন পংক্তিময়— অর্থবহ : "নেপথ্য ইচ্ছার মৃদু অভ্যাস, ধূলোকণা সামান্য অজানা',[২] "হাপরের আগুনের মুখোমুখি কামারের চকিত হাতুড়ি, প্রণাম"[৩], এবার আসি ভাষা-বয়নে:

"যেভাবে জানতে হবে রাজনীতি, মোদ্দাকথা
দৃষ্টিহীনের মতো যদি যাওয়া যায়
যদি মার্কিন কনস্যুলেট থেকে খইনি এনে কসবা থানার
বড়বাবুটির হাতে তুলে দিই
ধরো পার্টিঅফিসে আমি প্রেজেন্ট করেছি একান্ত বান্ধবী
কত কী পথ এসে ডেকে নিয়ে যাবে –
শুঁড়িখানা থেকে বেশ্যানগরী আমি স্মৃতিবৎ লিখে যেতে পারি
আসলে সমস্যা এটাই, রাগ করার মতো একটাও নিজস্ব ফুসকুড়ি হলো না"।[৪]

লক্ষণীয়, অদ্ভুত এক শব্দবন্ধ —"রাগ করার মতো একটাও নিজস্ব ফুসকুড়ি হলো না"— কী বিস্ময় উপমা, আটপৌরে ভাষায় কাব্যচেতনা— এ তো বাংলা কবিতার খাতায় বিরল।

নয়ের দশকের অন্যান্য কবিকে ছাপিয়ে নিজস্বী তাঁর কবিতার শিরোনামগুলি। তাঁর কবিতাগুলি কেবল চিত্রমালা নয়, চিত্রময়তার কোলাজ। 'বনবিবির বসতি' – এর প্রথম কবিতায় দেখি – "তুষারপাতের শব্দ। ধ্বনিময় নাচ, তুকতাক মন্ত্র উচ্চারণ, নাকের পাতায় এসে ছবিটি হঠাৎ স্থির। এলোমেলো হাওয়া, সহসা সহজ, চেনা অক্ষর"।[৫]

কবি বিভাস রায়চৌধুরী বলেছেন, "তাপসের কবিতা অনেকটাই চলতি জীবনের ধারাবিবরণী, যাকে অলংকৃত করেছে তাঁর যাবতীয় না-পাওয়া, গ্রামীণ স্মৃতি, আর মৃদু

বিক্ষোভগুলি। 'খুকি কবিতাই বাজার লক্ষ্য করে/শিস দেয়'—লিখেছেন তাপস। বোঝা যায় তিনি সস্তা আমোদে বিশ্বাস করেন না। কবিতাকে নির্জনে অর্জন করার সাহস আছে বলেই এমন আশ্চর্য পঙতি তাঁর কলমে উঠে আসে, 'আজও বাঁশি বিক্রি করি, কোনো দৌড়বিদ এলে রাস্তা ধার দিই'।"[৬]

এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত তাপস রায়ের কাব্যগ্রন্থের তালিকা – 'বনবিবির বসতি' : প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪/ অন্যস্বর, 'হে পুরাণপ্রথা ও প্রাচীর' : প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬/ কবিতা ক্যাম্পাস, 'জোব চার্ণকের কবিতা' : প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭/ কবিতা ক্যাম্পাস, 'রৌদ্রের নরম আয়না' : প্রথম প্রকাশ ২০০০/ এই সহস্রধারা প্রকাশনা, 'কলের গান' : প্রথম প্রকাশ ২০০২/ কবিতা পাক্ষিক, 'মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসাবশেষ' : প্রথম প্রকাশ ২০০৩/ অনুষ্টুপ, 'ব্যবহারিক রূপবিজ্ঞানতত্ত্ব' : প্রথম প্রকাশ ২০০৬/ কৃত্তিবাস, 'গঙ্গাকে বাইপাসে নিয়ে গেল' : প্রথম প্রকাশ ২০০৯/ মুশায়েরা, '৩১ নং জাতীয় সড়ক' : প্রথম প্রকাশ ২০১৩/ প্রোরেনাটা, 'বিকেল ৫টা এসে বসে আছে চায়ের দোকানে' : প্রথম প্রকাশ ২০১৪/ প্রথম আলো, 'বাউন্ডুলে রোদ্দুর' : প্রথম প্রকাশ ২০১৫/ একুশ শতক, 'মে মাস নরম হয়ে আসে' : প্রথম প্রকাশ ২০১৭/ সিগনেট। উল্লেখ্য সমালোচক বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুসারে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৯৩-এর প্রাক বসন্তে, কিন্তু আজ সেই বইটি দুর্লভ, গবেষণা কালে তার খোঁজ নেওয়ার প্রয়াস নেব।

তথ্য সূত্র :

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব — তাপস রায়ের কবিতা, একান্তর, সম্পাদক – অরূপ আচার্য, পৃষ্ঠা -২০৭

২। রায়, তাপস— নির্বাচিত ১০০, সুতরাং, বইমেলা ২০২০, পৃষ্ঠা - ১৫

৩। রায়, তাপস— নির্বাচিত ১০০, সুতরাং, বইমেলা ২০২০, পৃষ্ঠা - ৮৭

৪। রায়, তাপস— নির্বাচিত ১০০, সুতরাং, বইমেলা ২০২০, পৃষ্ঠা - ৯৯

৫। রায়, তাপস— নির্বাচিত ১০০, সুতরাং, বইমেলা ২০২০, পৃষ্ঠা – ১০

৬। রায়চৌধুরী, বিভাস— বইয়ের দেশ, ৫ এপ্রিল-জুন ২০০৭, পৃষ্ঠা - ১১৭

দ্বিতীয় অধ্যায় :
ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোকে উপন্যাসের গড়ন

একালের কথাসাহিত্যক তাপস রায়ের গবেষণামূলক উপন্যাস-সৃষ্টি বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় এক স্বতন্ত্র ঘরানা প্রতিষ্ঠার আকর্ষণীয় প্রয়াস। তিনি গণমানুষের কণ্ঠস্বর, তাঁর সৃষ্ট গল্প-উপন্যাস জুড়ে স্বতন্ত্রের এই ছাপ খুবই স্পষ্ট। তাঁর কথাশিল্পের বিষয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি— কাহিনির প্রবহমানতায় জাম্পকাট সিনেমাটিক শৈলী স্বতন্ত্র ধারাকে চিহ্নিত করে। তাঁর জীবন, বর্তমান অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ— সর্বোপরি উপন্যাসে যে জীবনের গভীরতা ও অতীত ইতিহাসের আখ্যানের ব্যবহার করেছেন তা অতুলনীয়। তাঁর রচনায় পুরোপুরি ইতিহাস না থাকলেও ঐতিহ্যের উপাদান রয়েছে। একারণে তাঁর উপন্যাসগুলি একদিকে যেমন সাহিত্য, অন্যদিকে তেমনি হয়ে উঠেছে ইতিহাসের দলিল এবং ইতিহাসের গর্ভ থেকে উত্থিত বিস্ময়কর প্রশ্নও — মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কি পুরীর সমুদ্রে বিলীন হয়েছিলেন? নাকি শাটীর সাথে গুহ্য সাধনায় মগ্ন হওয়ার জন্য তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল?

উপন্যাস সৃষ্টির সূচনা-লগ্ন থেকে বিভিন্ন লেখক তাঁদের রচনায় ইতিহাসকে স্থান দিয়েছেন। একেবারে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত বহু লেখক-লেখিকা ইতিহাসের পটে নতুন ভাবনাকে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সেই প্রয়াস থকে আরও একধাপ এগিয়ে ঘটনা-চরিত্র-ভাষা প্রতিটি ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাপস রায় নিজের লেখনীকে সাজালেন সমকালের নিরিখে।

কথককার ইতিহাস থেকে তথ্য তুলে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আখ্যানের পরিসরে। একের পর এক গবেষণা চালিয়ে পুনরুদ্ধার করে নিয়ে আসতে চেয়েছেন ইতিহাসকে। সময়ের আধার হয়ে থাকে যে ইতিহাস ও সাহিত্য— তাতেও থেকে যায় অজানার পটে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি, উত্থান-পতনের নেপথ্য-ভূমি। সেইসব ত্রুটিবিচ্যুতির অন্দরমহল থেকে অদৃশ্যকে ফিরে দেখতে চেয়েছেন লেখক, আর সেই পথে খুঁজছেন নতুন পথের দিশা। তাইতো একের পর এক রচনা করে গেছেন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক একাধিক উপন্যাস, যার মধ্যে অন্যতম হল – 'পোড়ামাটির দেউল' (আনন্দ পালির্শাস) ২০১৬, 'মানদাসুন্দরীর কাঁথা' (আনন্দ পালির্শাস) ২০১৮, জবাসুন্দর পদাবলি (একুশ শতক) ২০২১, 'বন্দেমাতরম' (একুশ শতক) ২০২২, 'শুধু পটে লেখা' (মিসিসিপির মেঘ) ২০২২, 'ব্যাটলশিপ' (একুশ শতক) ২০২৩, 'রায়গুণাকর' (পত্রপাঠ)

২০২৩, ‘মালতীমাধবী কুঞ্জ’ (ভিরাসত) ২০২৩, ‘সহজ গোঁসাই' (পত্রপাঠ) ২০২৪, ‘গরাণহাটির কীর্তনীয়া’ (লালমাটি) ২০২৪, ‘বৈকণ্ঠপুরের বাংলো’ (মিসিসিপির মেঘ) ২০২৪।

কথাশিল্পীর ‘পোড়ামাটির দেউল' উপন্যাসে বাংলার স্থপতি ও কারিগরদের মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যে শিক্ষার প্রবাহ চলে আসছিল তা এক ঝটকায় কীভাবে কয়েক দশকের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ফলে ভারতবর্ষের মন্দির স্থাপত্যের একটা ধারার সমাপ্তি ঘটল— সেই ঐতিহাসিক সত্যকে তিনি তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাস সম্পর্কে সুজাতা রায় লিখেছেন – “তাপস রায়ের ‘পোড়ামাটির দেউল'(শারদীয়া দেশ, ১৪২২) একটি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস বলা যেতে পারে। প্রায় পৌনে দুশো বছর সময়কাল ধরে বিস্তৃত এই উপন্যাসের অজস্র চরিত্র, ঘটনাবলী লেখক যে ভাবে সপাটে-সদম্ভে দৃঢ় হাতে নিয়ন্ত্রণ করেছেন তা এককথায় অনবদ্য”।[১]

‘মানদাসুন্দরীর কাঁথা' উনিশ শতকের পটভূমিতে শুরু। এর অন্তরে আছে অতীত ইতিহাসের লোকজীবনের গাথা। অতীত এবং বর্তমান এই উপন্যাসে একাকার হয়ে গেছে। উপন্যাসে বাংলার এক লুপ্তপ্রায় শিল্পের সঙ্গে এক নারীর জীবন এবং সেই সময়ের সমাজ চিত্রকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। এই সুললিত রচনাটি প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক সিজার বাগচীর মতটি এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য – “মানদাসুন্দরীর কাঁথা'-র পটভূমি উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গ। .... আরও স্পষ্ট করে বললে ১৯৩২ সালে। .... কাহিনী যতই এগিয়েছে, ততই উনিশ শতকের গ্রাম জীবন এবং একজন তেজস্বিনী নারীর মুক্তি চিন্তা পরতের পর পরত খুলতে-খুলতে এগিয়েছে। সেইসময়ের সমাজচিত্রও চমৎকার ফুটে উঠেছে উপন্যাসটিতে”।[২]

‘মালতিমাধবী কুঞ্জ’ উপন্যাসে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্যক্তির আধিপত্য ও চিন্তার প্রভাব বিস্তার করেছে। জাত বৈষ্ণব গোলাপ বালার আকণ্ঠ লোভ, ব্রাহ্মণ - বৈষ্ণব হয়ে ওঠার উগ্র কামনা-বাসনা এবং পরিণামে নবদ্বীপচন্দ্রের পুত্র রসিক বিহারীর সাথে প্রেমের অভিনয় আর আখড়ার বৈষ্ণব গোপিকান্ত দাসের প্রতি দেহতত্ত্ব সাধনায় মিলিত হওয়ার যে দ্বিত্ব প্রত্যাশা তার জীবনে মৃত্যুকে ডেকে আনে, প্রসঙ্গত নবদ্বীপ চন্দ্রের সিদ্ধান্তের ফলে প্রভুত ঐশ্বর্যের অধিকারী এই নিত্যানন্দ পরিবার দায়-দায়িত্ব প্রদান কত বড় ভুল ছিল — লেখক আজকের প্রেক্ষাপটে তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। বর্তমান সভ্য সমাজে একটি সংগঠন ভাঙে, আবার গড়ে ওঠে নতুন অন্য আরেকটি সংগঠন— তার অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকে স্বার্থপরতা, আত্মচরিতার্থতা লেখক যেন আয়নার মতো সেটাই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন।

'গরানহাটির কীর্তনীয়া' উপন্যাসে ফুটে উঠেছে এক অসাধারণ ঐতিহাসিক পটভূমি। উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে (বিশ শতকের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে) কীর্তন দলের উত্থান-পতনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক পটভূমি। উৎসব পত্রিকার ১ জুন ২০২৪ সংখ্যায় সুদেষ্ণা গঙ্গোপাধয়ায় বলেছেন, "বাংলার কীর্তন চিরকালের। জগৎজোড়া তার নাম। আর সেই কীর্তন হয়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসের বিষয়। এই কীর্তনকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বেশকিছু ঘটনা, উপঘটনা। উঠে এসেছে তৎকালীন সমাজ প্রেক্ষাপট। প্রেম, ষড়যন্ত্র, কমিউনিস্ট আন্দোলন। আর এই প্রতিটি ঘটনা গাঁথা হয়েছে কীর্তনের সূতো দিয়ে"।[৩] এছাড়াও অন্যান্য উপন্যাসগুলিতেও লেখক ইতিহাসের পথে বর্তমানকে সজাগ করে আলোকিত করেছেন ভবিষ্যতের দিশা। ইতিহাসের ভুল থেকে যদি শিক্ষা নেয় মানুষ, হয়তো সে উদ্দেশ্যে লেখকের সচেতন প্রজ্ঞার প্রকাশ, সৃষ্টির অনাবিল আনন্দে যে বিনির্মাণ – সে তো সাবলীল পাঠে আত্মবোধে আত্মজাগরণের উৎস সন্ধান। উপন্যাসগুলিতে লেখক ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ করেননি; নব্য ইতিহাসের উপাদান রচনা করেছেন জীবন ও জগতের সত্যানুসন্ধানে এবং আত্মজাগরণের ইঙ্গিতে।

তথ্য সূত্র :

১। রায়, সুজাতা — অতি সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ- চৈত্র ১৪২২ , পৃষ্ঠা : ৭১)

২। বাগচী, সিজার— দুই নারীকেন্দ্রিক উপন্যাস, বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১৯, পৃষ্ঠা ৬৪

৩। গঙ্গোপাধ্যায়, সুদেষ্ণা — উৎসব, ১ জুন ২০২৪, পৃষ্ঠা -৫৮

তৃতীয় অধ্যায় :
জীবন ও সাহিত্যের আলোকে উপন্যাস সৃষ্টির অভাবনীয় প্রয়াস

জীবনীমূলক উপন্যাসে আমরা দুজন মানুষকে অনুভব করতে পারি। যাঁকে নিয়ে লেখা হচ্ছে এবং যিনি লিখেছেন। কারণ আমরা জানি একজন ব্যক্তির প্রতি ওপর একজন ব্যক্তি অপ্রত্যাশিত ভবে থাকেন অনুরাগী এবং তিনি নিজেই ভাষাশিল্পী ও তথ্যভূয়িষ্ঠ। জীবনরসের প্রতি ঐতিহ্যবোধ রেখে যাঁর কথা বিবৃত করছেন, একবার তাঁর জীবনের কক্ষের দিকে আর একবার উপন্যাসের কক্ষের দিকে উঁকি দেন, এবং এই দুইয়ের সার্থক মেলবন্ধনে তৈরি হয় একটি জীবনীমূলক উপন্যাস।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রথম জীবনীমূলক সাহিত্য রচনার প্রয়াস ঘটে ষোড়শ শতকে; কথাসাহিত্যের অঙ্গনে সে শিল্প বিস্ময় রস সৃষ্টি, কিন্তু সেখানে মহাপ্রভুর জন্ম থেকে তিরোধান পর্যন্ত এক লৌকিক -অলৌকিক মহিমা মিশ্রিত জীবনে কথকতা পল্লবিত। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায় - "চৈতন্য প্রভাবে বাঙালির মানসক্ষেত্রে যে সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটিয়েছিল, তাহারই ফলে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম তথ্যানুসৃতি ও ইতিহাস চেতনার উন্মেষ দেখা যায়। শ্রী গৌরাঙ্গ দেব তাঁহার লোকোত্তর চরিত্র-মাধুর্য ও দিব্যলীলা প্রকাশের দ্বারা জাতির মনে এরূপ গভীর রেখাপাত করেন যে, এ যাবৎ ইতিহাসবিমুখ বাঙালি তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী ও অলৌকিক অনুভূতি সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রেরণা লাভ করে।”[১]

চৈতন্যচরিত সাহিত্য সে সময়ের জীবন ও সমাজের নিখুঁত ছবি যা বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলা যায়, কারণ এই সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসের ফলে বাঙালির মনে-মননে, সমাজে, ধর্মমতে যে নব বসন্তের দোলা লাগল তার ফলেই পরবর্তীতে বহু লেখক এই ধারাকে অনুসরণ করে রচনা করতে থাকলেন জীবনীমূলক উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তি-জীবনভিত্তিক উপন্যাস বা জীবনীমূলক উপন্যাসের সংখ্যা খুব বেশি নয়। ঊনবিংশ এবং বিশ শতকে বেশ কয়েকজন এই ধারা অনুসরণ করেন। যথা - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কবি ভারতচন্দ্রকে নিয়ে রচনা করলেন ‘অমাবস্যার গান', কবি মুকন্দকে নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী রচনা করলেন ‘ব্যাধখন্ড’, কবি জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে সুরঞ্জন প্রামাণিক রচনা করেছেন ‘সোনালি ডানার চিল’ এবং প্রদীপ দাশশর্মা রচনা করেন ‘নীল হাওয়ার সমুদ্রে’, কাহ্নু পা-এর জীবনী নিয়ে সেলিনা হোসেন রচনা করেন ‘নীল ময়ূরের যৌবন’।

কথাসাহিত্যিক তাপস রায় পরবর্তী লেখকদের থেকে পরিগ্রহ করে সৃষ্টি করলেন নতুনধারার এক জীবনীমূলক উপন্যাস, আবার সঠিকভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সন-তারিখ মিলিয়ে তিনি কোনো জীবনীমূলক উপন্যাস লেখেননি; বরং আত্মচেতনায় জনজাগরণের গল্প সৃষ্টি করেছেন। তাঁর শিল্পকর্ম এক অন্যরকম আস্বাদ। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন লেখকদের জীবনী আলোচিত হলেও তাঁদের জীবনের যে দিকগুলি সাহিত্যে পরিস্ফুট হয়নি, সেই অনালোকিত দিকগুলোকেই নতুন করে নতুন স্বাদে হাজির করেছেন পাঠকের দরবারে।

একবিংশ শতকের উপন্যাসের ধারায় একটি অমর সংযোজন হচ্ছে তাপস রায়ের ‘রায়গুণাকর’। আজ থেকে প্রায় একশো সত্তর বছর আগে ‘প্রভাকর’-এ প্রকাশিত (অধুনা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ -এর ‘ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলি’র ভূমিকায় পাওয়া যায়) যে তথ্য সেই লেখাটির সঙ্গে সমকালীন কল্পনা ও মিশ্রণ ঘটিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন

'আমাবস্যার গান'। কার্যত কিংবদন্তি হয়ে ওঠা সেই লেখার পরিপূরক হিসেবে যে যে অধ্যায়গুলি এর আগে জীবনী হিসেবে পাঠকের সামনে আসেনি, সেই অংশগুলি পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে লেখক আলোচ্য উপন্যাসটি রচনা করেন। লেখার গতিময়তা ভারতচন্দ্রের মনোজগতের বদলে কৃষ্ণনগরের রাজসভায় তাঁর অবস্থানটি এই উপন্যাসে বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে। পাশাপাশি বৃহত্তর দেশ কালের পরিবর্তে স্থানিক সংকট ও নানা অনুভূতিই আলোচ্য উপন্যাস জুড়ে বিচরণ করেছে। অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে আমাদের যে সব তথ্য অজানা থেকে গেছে তা-ই পাঠকের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'আমাবস্যার গান' -এ চন্দ্রাবলীর যে কাহিনি অসম্পূর্ণ থেকে গেছে সেই আখ্যানটিকেও ঔপন্যাসিক মনের মাধুরি দিয়ে সাজিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের রাজা-ধিরাজ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২ খ্রিঃ) উপন্যাসের সর্ববিশ্ব গৃহীত মন্ত্র "বন্দনা করি মায়/ বন্দেমাতরম"। সেই বিখ্যাত মন্ত্রকে নামকরণ করে তাপস রায় রচনা করলেন সাহিত্য ধারার অবিস্মরণীয় উপন্যাস 'বন্দেমাতরম'। উপন্যাসটি দৈনিক যুগশঙ্খ সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে এটি বই আকারে প্রকাশিত হয় একুশ শতক পাবলিশার্স থেকে, কলকাতা বইমেলা ২০২২।

উপন্যাসটিতে ১৪০ বছর আগের ঐতিহাসিক সত্যের এক বাতাবরণ তৈরি করেছেন লেখক। তবে এই উপন্যাসে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মননশীলতার এক বিস্ময়কর পরিবর্তন ধরা পড়ে। আমরা যে সাহিত্যিক বঙ্কিম এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারীকে চিনি, তিনি আসলে কেমন চপল-চঞ্চল, বিচক্ষণ ছিলেন তা উপন্যাসের পরতে পরতে দেখিয়েছেন লেখক। প্রকাশকের কথায় – "এই উপন্যাসে গম্ভীর বঙ্কিমকে ফুরফুরে রোমান্টিকতার আবহে রেখে চলাফেরা করেছে। আশা করা যায় রোমান্টিকতার সেই অধরা মাধুরি চৈত্র বাতাসের মতো পাঠকের মনেও বয়ে যাব।"[২]

'সহজ গোঁসাই' উপন্যাসে জীবনের তাত্ত্বিক এক মনস্তত্ত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। শ্রীচৈতন্যের স্বপ্ন সার্থকের কান্ডারী নিত্যানন্দের শেষ জীবন এবং তাঁর পুত্র বীরভদ্রের শিক্ষা-সাধনা ও বৈষ্ণব সমাজ প্রসারের ডাল-পালা বিস্তার করলেও জীবনী সাহিত্যের গূঢ় উপাদান উপন্যাসের অভ্যন্তরে রয়েছে।

'কালাচাঁদ শেঠ এন্ড কোম্পানি' উপন্যাসেও প্যারীচাঁদ মিত্রের জীবনের পাশাপাশি মধুসূদন এবং রাধানাথ দত্তের জীবন ভাষ্যের এক অপরূপ দৃশ্য ফুটে উঠেছে। সেই সময় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' সাহিত্য রসিকরা সেভাবে যে গ্রহণ করেননি, যেরকম কবি মধুসূদন দত্ত গ্রহণ করেননি তার সুস্পষ্ট একটি জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন

লেখক। উপন্যাসের একটি অংশ তুলে ধরলে বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করা যাবে– “রাধানাথকে পাশে বসিয়ে পুরোনো স্মৃতির ভিতর সেঁধিয়ে গিয়েছিলেন প্যারীচাঁদ। রাধানাথ তাঁর মনের অনেকখানি। আজকাল তাঁর মাঝে মাঝে মনে হয় অসুস্থ স্ত্রী বামাকালীর চেয়েও বুঝি রাধানাথ তাঁর প্রিয়। মধুসূদনের কাছ থেকে আসা লাঞ্ছনাটা ভুলতে পারছিলেন না। মুখের ওপর মধুসূদন বলে দিতে পারল যে, তাঁর লেখা কিচ্ছু না! ওই ভাষা নাকি জেলেদের ভাষা। 'আলালের ঘরের দুলাল' যে-ক'টা পর্ব বেরিয়েছে, তা নাকি সাহিত্যই নয়। উত্তর কলকাতার বাবুদের বিলাসী জীবনের খবরা-খবর মাত্র। প্যারীচাঁদ রেগে কাই হয়ে ছিলেন।”[৩]

সানন্দা পত্রিকায় ১৫ জুন ২০২২ থেকে ১৫ জানুয়ারী ২০২৩ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে উনিশ শতকের প্রথম পর্বের নিধুবাবু ওরফে রামনিধি গুপ্তের (বাংলা টপ্পা সঙ্গীতের একজন বিখ্যাত সুরকার ও সংস্কারক) জীবন নিয়ে রচিত জীবনী-উপন্যাস ‘শ্রীমতী’।

তথ্য সূত্র :

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার— বাংলা সাহিত্য বিকাশের ধারা, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, কলকাতা, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা-৯৮।

২। রায়, তাপস— ‘বন্দেমাতরম’ উপন্যাসের কভার জ্যাকেটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা, একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০২২।

৩। রায়, তাপস—কালাচাঁদ শেঠ এন্ড কোম্পানি, ধারাবাহিক প্রকাশ, দৈনিক যুগশঙ্খ, ০৭ জুলাই ২০২৪।

চতুর্থ অধ্যায় :
অন্য ধারার গল্প সৃজনে গল্পকার

বাংলা কথাসাহিত্যে বিচিত্র প্রেম-ভালোবাসা জড়িয়ে আছে অনেক লেখকের আখ্যানে। রবীন্দ্র-সমসাময়িক ও তাঁর কিছু পরবর্তী সময় ধরে বাংলা সাহিত্যে প্রেম ও শরীরতত্ত্বের যে ভাবনা ছিল, সত্তরের দশকে এসে তার গতিপথ পরিবর্তন হলো। আগে যেমন প্রেমের উপন্যাস মানে বিশুদ্ধ প্রেমেরই উপন্যাস, সেখানে শরীরের আবেদন যেন মুখ্য নয়। সেখানে যে প্রেমে সৌন্দর্যচেতনা মুখ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আসে অবিশ্বাস আর ফ্রয়েডীয় যৌনতা ও জীবনের কঠোর বাস্তবতা। যেগুলো বাদ দিয়ে জীবনে শুধু

প্রেমটা মুখ্য হতে পারে না। সাহিত্যিকরা তুলে আনতে লাগলেন সমকালীন বিচিত্র জনজীবনের আখ্যানরাজি।

সময়ের সাথে মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়। একযুগের মূল্যবান সামগ্রী অপর যুগে মূল্যহীন হয়ে যায়। স্নেহ-প্রেম-করুণা ইত্যাদি যে-সব মানবিক হৃদয়বৃত্তি এককালে যথেষ্ট মর্যাদার ছিল— পরবর্তী সময়ে হয়তো তা আবার উপহাসের বস্তু হয়ে উঠেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ের কথাসাহিত্যে প্রেম-ভালোবাসা এবং প্রেমের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যৌনতার অবাধ উগ্রতা, কখনো কখনো পাশব রূপ ধরা পড়ে। কথাসাহিত্যিক তাপস রায়ের ছোটোগল্পে বর্তমান সময়ের সামাজিক অবস্থানে নর-নারীর সম্পর্ক এবং সম্পর্ক মানেই যেখানে শরীরী আত্মসমর্পণের যে আবহ তাকেই তিনি শিল্পরূপ দিয়েছেন। পাশাপাশি মধ্যবিত্তের অভাব বোধ, সেই অভাববোধের তাড়নায় যে স্বার্থপরতা, লালসার জন্ম, যা বিনাশের কারণ হয়ে ওঠে লেখক মানুষের সেই মুখোশটাকে উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন। সমকালীন জীবনের যে অবনমন, অত্যাধুনিক যুগের যে ভোগবাদী তৃষ্ণার প্রতিফলন সেটাই তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাইছেন, হয়তো বলতে চাইছেন আমরা কোন্ সভ্যতার দিকে এগোচ্ছি —আমরা কি আদিম যুগে ফিরে যেতে চাইছি? হয়তো সেই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়ে তিনি কলম ধরেছেন।

লেখকের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'দশে দশ', যেন কবিতার গদ্যরূপ। এর গল্পগুলি থেকে শুরুতেই মনে হয় যেন কবিতা পড়ছি; কবিতা থেকে এক ধাপ এগিয়ে কবি-মন নিয়ে তাঁর এই গ্রন্থ রচনা। তিনি নিজেই এই গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেছেন – "সোসাল সায়েন্টিস্ট মনোভঙ্গি থেকে কবিতা ইন্টারপ্রিট করতে করতে একটু যে ফাঁক রচিত হচ্ছে- মানে কোথায় যেন একটু কম কম, কোথায় যেন একবগ্গা কথার স্নেহে ক্লাস চেনা যাচ্ছে না। একটু ইয়ে... বন্ধুরা ফিউডাল গ্রুপিং দিচ্ছে, চিলেকোঠার অ্যাসাইলাম- এরকম ভক্তিরসের এক্সফিরিয়েন্স একটু নড়বড়ে করে এই অন্য সিনট্যাক্স চেষ্টা... দশটা গল্প রাবণ হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু কবিতার চোরাবালি পেছন থেকে টেনে ধরে, আর একটাও গোল করতে দেয়না। এমন কি একটা ফাউলও জন্ম নেয় না।"[১]

গল্পগ্রন্থটিতে প্রতিটি গল্পের বাক্য গঠন খুবই সীমিত আকারের। সাধারণ কবিতার ক্ষেত্রে আমরা যেসব শব্দের ব্যবহার করে থাকি, তিনি ছোট ছোট বাক্যে সেই রকম শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন – বইটির প্রথম গল্প 'দশে দশ' – এ লিখেছেন – "টালির চালার পরে অপটু রোদ নিয়ে বসেছে হেমন্ত /.....কার্তিক ফুরিয়ে গেছে/...... জলের চকিত ছলাৎ......./ ঝুপ করে নেমে পড়ে ইছামতীর বুকে।"[২] গল্পটিতে বর্তমান সময়ের

এপার ও ওপার বাংলার মধ্যবিত্তের গ্রামীণ সমাজচিত্র এবং ভোগবাদী যৌন লালসার ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে।

লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'সুলভ শৌচালয়'। গল্পগ্রন্থের আটটি গল্পেরই প্রধান বিষয় প্রেম এবং সেখানে প্রেম মানেই শারীর নিবেদন। গল্পগ্রন্থটির কোনো গল্পে দ্বিধাহীন প্রেম, আবার কোথাও ঘোমটাটানা গ্রামীণ বধূর লজ্জাশীলা প্রেমের কাহিনি ফুটে উঠেছে। গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'সুলভ শৌচালয়' – এ দেখি প্রেম সম্পর্কের পাশাপাশি নারী মনস্তত্ত্বের এক জটাজাল বিস্তার করেছে। ফুলমণি পঙ্গুস্বামী বাবুলালকে নিয়ে এবং চায়ের দোকান গিয়ে যেন এক যন্ত্রচালিত কলের মতো জীবন কাটাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে অজয়কৃষ্ণ বাবু আলোর প্রদীপ নিয়ে ফুলমণির জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্নকে দূর করে। অবস্থা বুঝে পঙ্গু স্বামী বাবুলাল ফুলমণিকে অজয়কৃষ্ণের হাতে সঁপে দিয়েছে, সেটা ফুলমণি মেনেও নিয়েছে। কিন্তু অজয়কৃষ্ণ বাবুলালের সাথে ভিখারিণীর বিয়ে দিলে ফুলমণির কাছে তা কুঠারের আঘাতসম মনে হয়। প্রথম স্বামী থাকা সত্ত্বেও নিজে অন্যের স্ত্রী হয়ে প্রথম স্বামী বাবুলাল যে তার (ফুলমণির) নিজের সম্পদ ভাবা থেকে বিরত থাকতে পারেনি। তার মনে হয়েছে – "তার নিজের ধন যে বাবুলাল। ভিখারিণীর সাথে বিয়ে হলে আর যে তার কোনো অধিকার থাকবে না। বাবু এটা কি করল!"[৩]

তাঁর গল্পের আদল কবিতার আবেগমিশ্রিত, কাহিনি কালের প্রভাবপুষ্ট এবং উপস্থাপনে চিত্রশিল্পীর ইজেল। বাস্তবতার নিপুণ চিত্রায়ণ। এদিক থেকে তাঁর গল্পগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

তথ্য সূত্র :

১। রায়, তাপস – 'দশে দশ' কভার জ্যাকেটের চতুর্থ পৃষ্ঠা তথা ব্যাক কভার , একুশ শতক পাবলিশার্স, কলকাতা বইমেলা ২০১৬

২। রায়, তাপস – 'দশে দশ', 'দশে দশ' গল্পগ্রন্থ, একুশ শতক পাবলিশার্স, কলকাতা বইমেলা ২০১৬, পৃষ্ঠা-০৯

৩। রায়, তাপস – 'সুলভ শৌচালয়/ একুশ শতক পাবলিশার্স, কলকাতা বইমেলা ২০১৯, পৃষ্ঠা-১৯

পঞ্চম অধ্যায়
গদ্যকার ও সম্পাদক

ব্যক্তির চিন্তা যখন সুসংহত গদ্য কাঠামো পায় এবং বিভিন্ন যুক্তি দ্বারা তা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে প্রবন্ধ বলে। সহজ কথায় কোনো বিষয়ের ওপর বুদ্ধিভিত্তিক ক্ষুদ্রায়তনের গদ্যই হল প্রবন্ধ। উনিশ শতকের প্রথম দিকে গদ্যভাষা অল্প অল্প করে প্রবন্ধের উপযোগী হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিম পর্বে তা আরও সমৃদ্ধি হয়। ড. অধীর দে'র ভাষায় - "বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য বিভিন্ন পর্বে ব্যক্তি ও সমাজের চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই প্রসার লাভ করিয়াছে। মুখ্যত জাতীয় জীবনের অবস্থান্তরে সমগ্র সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কিছু না, কিছু রূপান্তর ঘটিয়াছে এবং স্বাভাবিক ভাবেই সাহিত্যে তাহা চিহ্নিত হইয়াছে। রাষ্ট্রনৈতিক সঙ্কট বা বিপর্যয় ও সামাজিক মূল্যবোধের উত্তরণ-অবনমনের যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, তাহাও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকবর্গের নানা বিচিত্র প্রবন্ধের মাধ্যমে যথাযথভাবে প্রকাশ পাইয়াছে এবং প্রবন্ধ-সাহিত্যের গতিপথও প্রশস্ত করিয়াছে।"[১] আসলে রবীন্দ্র-পর্বে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য নিজের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্র পরবর্তী যুগেও বাংলা গদ্যের বিষয়, রূপকল্প ও ভাষা বিভিন্ন পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে এগোতে থাকে। ফলে বাংলা প্রবন্ধের ধারা নব-নব বাঁক নিয়ে বিস্তৃত ও অগ্রসর হয়ে চলছে।

বর্তমান সময়ের কথাসাহিত্যিক তাপস রায়ও প্রবন্ধ লেখায় নিজস্ব চিন্তার ছাপ রেখেছেন। তাঁর লেখা একটি মাত্র প্রবন্ধ সংকলন এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত 'মিথ্যে মিথ্যে কবিতা'(২০১৭)। লেখকের এই সংকলনটিতে ২১ টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। তাঁর প্রবন্ধে চিন্তা, মনন ও যুক্তির ছাপ লক্ষ্য করার মতো। প্রবন্ধ সংকলনের প্রথম প্রবন্ধ 'মিথ্যা মিথ্যা কবিতা' নামে লিখেছেন, আসলে তা কবিতা, কবি ও কাব্যের সত্য প্রকাশের রাস্তা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন – "কবিতা কল্পলতা। কবিতা যা আছে তা নয়। কবিতা যা নেই তা-ই! অর্থাৎ খোঁজা"।[২] তবে তিনি সংকলনের প্রবন্ধগুলির মধ্যে তথ্যসূত্রকে তেমন ভাবে প্রাধান্য দেননি, যেরকম বুদ্ধদেব বসু, প্রমথ চৌধুরী, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখের লেখায় চোখে পড়ে।

প্রাবন্ধিক তাপস রায়ের গদ্য-ভাষা পরিবেশ সৃজনে, বাস্তব আবহ নির্মাণে, রহস্যময়তায় যথাযথ এবং আবেদনে সূচীমুখ। তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের বিখ্যাত অনেক লেখক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রতিটি প্রবন্ধই যেন রহস্যময়তার মোড়কে মোড়া। যাঁদেরকে নিয়ে তিনি লিখছেন, লেখার মাঝেও সেই মহা

মানবদের কবিতা-সৃষ্টির প্রয়াস ও প্রাসরকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। লেখকের গদ্যের শিরোনাম যেন আধুনিক মনের উপযোগী। যেমন – 'আমাদের স্বর্গ নেই, স্যারিডন আছে- ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা', 'মিথের মিথস্ক্রিয়ায় জয় গোস্বামীর কবিতা' ইত্যাদি। আবার প্রবন্ধ সংকলনের সূচিপত্র বা বিষয়-বিন্যাসে হয়তো লেখক কিংবা প্রকাশক সচেতন ছিলেন না। কবিতা নির্মাণে লেখক যেমন প্রচলিত ঘরনাকে ভাঙতে চান সংকলনের ক্ষেত্রেও হয়তো সচেতনভাবেই তিনি সেই কাজেই ব্রতী হতে চেয়েছেন। তাই তো সর্বোজ্যেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে আলোচনা না করে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে শুরু করলেন। ক্রম-বিন্যাসগত দিক থেকে শক্তিবাবু হয়তো আরও পরে আলোচিত হতে পারতেন।

লেখকের পাশাপাশি তিনি সম্পাদক হিসেবেও খ্যাতির শিখরে পৌঁছেছেন। ২০২০ সালের মে মাস থেকে 'সুইনহো স্ট্রীট' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। পত্রিকার উপরে শিরোনামে দেন 'একটি অসম্পাদিত সাদামাটা কবিতার কাগজ'। প্রথমে এটি মাসিক পত্রিকা হিসেব সম্পাদক শুরু করেন শুধুমাত্র কবিতা, কবিতার অনুবাদ এবং কবিতার আলোচনা দিয়ে। যেহেতু তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের একজন আধিকারিক ছিলেন এবং তাঁর বদলি হতো বার বার, তাই তাঁর পক্ষে পত্রিকাটি আর মাসে মাসে বের করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলে তিন-চার বছর পর থেকে এটি বার্ষিক শারদীয় সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়। এখনও পর্যন্ত পত্রিকাটির ৫৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে গেছে। তাঁর এই সম্পাদিত পত্রিকার এই যে দীর্ঘ যাত্রা তাও আমার অন্বিষ্ট।

তথ্য সূত্র :

১। দে, ড. অধীর-- আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, প্রথম প্রকাশ শারদীয় ১৪০৮, পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ১৪।

২। রায়, তাপস -- 'মিথ্যে মিথ্যে কবিতা' প্রবন্ধ সংকলন, প্রথম প্রবন্ধ, সুতরাং পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৭, পৃষ্ঠা-৮।

উপসংহার

'কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, "কথাসাহিত্যকে দেখতে হবে বাংলা সাহিত্যের, বাঙালি জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। তার প্রথম কারণ এই যে কথাসাহিত্যে দেশকালের প্রভাব খুব প্রবল; তা ভূগোলনির্ভর, ইতিহাসে বিন্যস্ত সামাজিক অবস্থার বৈসাদৃশ্য তার আবেদনের অন্তরায় হতে পারে। দ্বিতীয় কারণ, আমাদের মাতৃভূমিতে কাব্য আর গদ্যসাহিত্যের ঐতিহ্যগত ব্যবধান।"[১]

একথা সত্য। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ যখন উপন্যাস রচনা করলেন তখন এই যে ঐতিহ্যগত ব্যবধান যেন ঘুচে গেল। তাই তো সত্তর দশকের কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র বিস্ময় প্রকাশ করেন, মুগ্ধ হন। যে লেখক আজীবন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্প-চেতনায় আবিষ্ট ছিলেন তিনিও লিখলেন উপন্যাস সৃষ্টির নতুন পথ নিয়ে : "উপন্যাসের কাহিনি একটা মাধ্যম মাত্র। ঘটনা তো ঔপন্যাসিকের নিরুপায় আশ্রয় মাত্র, কেননা উপন্যাসের বাস্তবতা তৈরি হয় লেখকের উপলব্ধ সত্যকে উচ্চারণের জন্য।"[২] এই প্রবন্ধেই লেখক আবারও উল্লেখ করেছেন যে কবি জীবনানন্দ দাশ 'কাহিনি কথনের জন্য উপন্যাস লিখতে বসেননি'[৩]

এ যেমন কবি জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সম্পর্কে সত্য, অনিবার্য ও অনস্বীকার্য, তেমনি আজকের লেখক কবি-কথা সাহিত্যিক তাপস রায়ও কেবল ঘটনাক্রম উপস্থাপনের জন্য কথাশিল্প সৃষ্টিতে মগ্ন হননি ; ইতিহাস, সংস্কৃতির পরম্পরা আর জীবন ও সাহিত্যের বিস্তৃত অতীত থেকে উপলব্ধি ও চেতনার স্তরে পুঞ্জীভূত যে আলো সঞ্চারিত — তা থেকেই সৃষ্টি করে চলেছেন স্বতন্ত্র ঘরানার উপন্যাস, যা বাংলা সাহিত্যে নবতর ধারার সংযোজন মনে হয়।

প্রথাগত সামজিক, রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ দিয়ে উপন্যাস রচনা করেননি; যে অতীত ইতিহাস ভবিষ্যতের আলো, যে লোকসংস্কৃতি জীবনের বহমানতা, যে সাহিত্য ও সাহিত্যিক জীবনের পথপ্রদর্শক — সেই ইতিহাসের-সংস্কৃতির এবং সাহিত্যের ও সাহিত্যিকগণের আলোকিত পথে উপন্যাস সৃজনের দুর্দম প্রয়াস। এমনকি কল্লোলের কাল থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে অন্ত্যজ জীবনের কথা আন্তরিকতার সাথে যে শিল্পীত হতে শুরু হয়— ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রমুখের লেখায় নিম্ন বর্গ এবং নিম্ন বিত্তের জীবন-স্পন্দন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। আবার সত্তর দশকে এই যে গ্রামজীবন আরও গভীরভাবে উপন্যাস ও ছোটোগল্পের বিষয়

হিসেবে মুখ্যতা পায়। সত্তর দশকের কথাসাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র বলেছেন, "বাংলা উপন্যাস ও ছোটোগল্পের গ্রামীণ ধারাটি, যা তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, সতীনাথ ও মাণিকের পর শীর্ণ হয়ে পড়েছিল, সহসা আবার বেগবান হলো।"[৪] কিন্তু তাপস রায় সেই সময় থেকে প্রভাবিত হননি। তাঁর উপন্যাসে কাহিনির ক্রমবিস্তার থাকে না, থাকে সিনেমার মতো জাম্পকাট পদ্ধতিতে হঠাৎ ঘটনার মোড় ঘুরে যাওয়া। কবির যে সুগভীর কল্পনা-প্রতিভা থাকে, তাঁর উপন্যাস-পাঠে দেখি তারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রভাব। গল্প–উপন্যাসে ফ্লাশব্যাক স্বতঃসিদ্ধ —ঘটনার বহমানতা রক্ষায়। তাপস রায়ের উপন্যাস-নির্মাণে এ প্রচলিত ধারণার প্রতিচ্ছবি নেই বললেই চলে। বিষয় নির্বাচনে, ভাষাবয়নে, উপস্থাপন রীতি ও আঙ্গিকে তিনি সম্পূর্ণ নতুন। তাই সমকালের সাহিত্যচর্চায় তিনি স্বতন্ত্র পথের পথিক।

তথ্য সূত্র :

১। বসু, বুদ্ধদেব— প্রবন্ধ সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭৩, অষ্টম সংস্করণ - জুন ২০১৬, পৃষ্ঠা – ৪২।

২। মিত্র, অমর— গদ্য সংগ্রহ ১, একুশ শতক, বইমেলা ২০২৩, জলপাইহাটি : উপলব্ধির পুনঃপাঠ, পৃষ্ঠা – ৩৩।

৩। ঐ

৪। মিশ্র, ভগীরথ — আমি ও আমার সময়ের গল্পকার বন্ধুরা, কোরক, শারদীয় ১৪১২, পৃষ্ঠা – ২১৬।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

আকর গ্রন্থ :

কাব্যগ্রন্থ :

১। রায়, তাপস —বনবিবির বসতি, কবিতা ক্যাম্পাস, ১৯৯৪
২। রায়, তাপস —হে পুরাণ প্রথা ও প্রাচীর, কবিতা ক্যাম্পাস, ১৯৯৬
৩। রায়, তাপস — জোব চার্ণকের কবিতা, কবিতা ক্যাম্পাস, ১৯৯৭
৪। রায়, তাপস — রৌদ্রের নরম আয়না, এই সহস্রধারা প্রকাশনা, ২০০০
৫। রায়, তাপস —কলের গান, কবিতা পাক্ষিক, ২০০০
৬। রায়, তাপস —মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসাবশেষ, অনুষ্টুপ, ২০০৪
৭। রায়, তাপস —ব্যবহারিক রূপবিজ্ঞান তত্ত্ব, কৃত্তিবাস, ২০০৬
৮। রায়, তাপস —গঙ্গাকে বাইপাসে নিয়ে গেলে, এবং মুশায়েরা, ২০০৮
৯। রায়, তাপস —৩১নং জাতীয় সড়ক, প্রো রে নাটা, ২০১০
১০। রায়, তাপস —বিকেল পাঁচটা এসে বসে আছে চায়ের দোকানে, প্রথম আলো, ২০১৪
১১। রায়, তাপস —বাউন্ডুলে রোদ্দুর, একুশ শতক, ২০১৫
১২। রায়, তাপস —মে মাস নরম হয়ে আসে, সিগনেট, ২০১৭

১৩। রায়, তাপস —উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিতা : অনুবাদ ও ভূমিকা, বইওয়ালা, ২০০২

প্রবন্ধের বই :

১৪। রায়, তাপস —মিথ্যে মিথ্যে কবিতা (সুতরাং) ২০১৭

গল্পের বই :

১৫। রায়, তাপস —দশে দশ, একুশ শতক, কলকাতা, ২০১৬
১৬। রায়, তাপস —সুলভ শৌচালয়, একুশ শতক, কলকাতা, ২০১৯
১৭। রায়, তাপস —যদিদং টু তদস্তু, বরাহনগর দর্পণ, বরাহনগর, উত্তর ২৪ পরগণা, ২০২৩

উপন্যাস :

১৮। রায়, তাপস —পোড়ামাটির দেউল, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬

১৯। রায়, তাপস —মানদাসুন্দরীর কাঁথা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮

২০। রায়, তাপস —নিহত গোলাপ, একুশ শতক, কলকাতা, ২০১৮

২১। রায়, তাপস —হেভেন হোকাস-পোকাস, একুশ শতক, কলকাতা, ২০২০

২২। রায়, তাপস —জবাসুন্দর পদাবলি, একুশ শতক, কলকাতা, ২০২১

২৩। রায়, তাপস —বন্দেমাতরম, একুশ শতক, কলকাতা, ২০২২

২৪। রায়, তাপস —শুধু পটে লেখা, মিসিসিপির মেঘ, কলকাতা, ২০২২

২৫। রায়, তাপস —ব্যাটলশিপ, একুশ শতক, কলকাতা, ২০২৩

২৬। রায়, তাপস —রায়গুণাকর, পত্রপাঠ, কলকাতা, ২০২৩

২৭। রায়, তাপস —মালতী মাধবী কুঞ্জ, ভিরাসত, কলকাতা, ২০২৩

২৮। রায়, তাপস —পুটিমাসির মিশির শিশি, সুতরাং, হাবরা, উত্তর ২৪ পরগণা, ২০২৩

২৯। রায়, তাপস —সহজ গোঁসাই, পত্রপাঠ, কলকাতা, ২০২৪

৩০। রায়, তাপস —গরাণহাটির কীর্তনীয়া, লালমাটি, কলকাতা, ২০২৪

৩১। রায়, তাপস —বৈকুণ্ঠপুরের বাংলো, মিসিসিপির মেঘ, কলকাতা, ২০২৪

ধারাবাহিক উপন্যাস :

৩২। রায়, তাপস —শ্রীমতী, সানন্দা, জুন ২০২২-জানুয়ারি ২০২৩

৩৩। রায়, তাপস —রেড পার্সেন্টেজ, ভারতবিচিত্রা, ঢাকা, বাংলাদেশ এপ্রিল, ২০২২

৩৪। রায়, তাপস —কালাচাঁদ শেঠ অ্যান্ড কোম্পানি, যুগশঙ্খ, জুন ২০২৩--- জুলাই ২০২৪

সহায়ক গ্রন্থ :

৩৫। দাশ, জীবনানন্দ — জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮,

৩৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার— বাংলা সাহিত্য বিকাশের ধারা, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, কলকাতা, ১৯৬৭,

৩৭। বসু, বুদ্ধদেব— প্রবন্ধ সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭৩, অষ্টম সংস্করণ - জুন ২০১৬

৩৮। মিত্র, অমর —গদ্য সংগ্রহ ১, একুশ শতক, বইমেলা ২০২৩

পত্র–পত্রিকা :

৩৯। উৎসব, ১ জুন ২০২৪,

৪০। একান্তর, ১৪০৯ বইমেলা সংখ্যা

৪১। কোরক, শারদীয় ১৪১২

৪২। বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০০৭

৪৩। বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ- চৈত্র ১৪২২

৪৪। বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১৯